ভয়াবহ নানা

বৃষ্টি আর সাগরে খুব মন খারাপ, আজ নালাবাড়ি থেকে একটা চিঠি এলেছে। সেই চিঠিতে লেখা—তাদের নানা রোজার ফলকে চলে আসবেন এবং ইদ করে ফিরে যাবেন।

বারা এই মানুষকে দেখেছে খুশি তারাই জানে এটা একটা মহা দুঃখস্বরূপ। চিঠিটা পেয়ে আবার মুখ শক্ত হয়ে গেল, আমার কেমন আমি ফ্যাকাস হয়ে গিয়ে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, কি মজা হবে না?

সাগরের বরল আচ। কবন কী বলতে হয় জানে না, সে রোজার জোরে মাথা নেড়ে বলল, না, একটুও মজা হবে না।

অন্য সময় হলে আর আমি আর আর সাগরকে একটা সত্য বক্তৃতা দিতেন, আজকে কিছু বললেন না। আমার তার কথা না বললে তার তান করে বললেন, বয়স মানুষে, এতদিন এখানে থাকলেন, কি হবে না তো?

আমার একটা নিখোঁজ নাম বললেন, তাই বললে তো আমি আর আমার তারকে না করতে পারি না। কাজেই রোজা শুধু হওয়ার আগেই বৃষ্টি আর সাগরের নানা চলে এলেন। তার বয়স সতর্ক ওপর। একান্ত মনে হয় লোরা-চুড়ার ছিলেন, এখন তোমার কিস্মিতের মত। লুকিয়ে গেলেন। তাত পড়ে গিয়ে গান ভেঙে গেলে সামনে দেড়দিন। দাঁত, একটা কথা বলার সময় নড়াচড়া করে। ধুতিতে জাগানের মত। একটু দাড়ি এবং মাথায় টিপী। চোখ দুটি ছোট এবং কুলি, চুলক দুটি সকন্তু রূঁচকে আছে, পৃথিবীর সরক্ষিত ওপরে তিনি সকন্তুর বিতর্ক হয়ে আছেন।

বৃষ্টি আর সাগর জানে ঠাকে সালাম করতে গেল নানা তার কুটির চোখ দুটিকে প্রায় বিষাদ করে ফেলে বললেন, বৃষ্টি নাই এইটা কি পরে আজিন?

বৃষ্টির বয়স চৌদ সে কান্দ নাহিন পড়ে। সে আজকে তার প্রিয় জিনের প্রাক্তে সাথে চলচ্চিত্রে একটা টি শার্ট পরে আছে। নিজের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে বাচিলে তার আগেই না বললেন, মেয়েলোকের সৌন্দর্য তার সাজের পাচ্চাকে না মেয়েলোকের সৌন্দর্য হচ্ছে, লাজ-শরম। এত বড় ধিকি মেয়ে এই রকম বলেলা—
ব্রুটি অনেক কষ্ট করে নিষেবকে শাস্ত রাখল। সে অভিভাবক থেকে শিন্তেছে এই লেখের সাথে কথা বলা আর বোলতার চাহি রিড মোটামুটি এক ব্যাপার। নানা এখান সাথে দিকে তাফারিশ এবং মুখ বিচিত্র করলেন, আদের লেখা কিছু শিক্ষা নাই?

সাগর ঠিক রূপে পাকা না কেন সে পালি খাঁচ্ছে, কিছু সে সেটা নিয়ে মাথা মাথাল না, দৌড় দিয়ে সালাম করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এখন থেকে বাসায় মোটামুটি একটা নরককল্পী অন্য হয়ে গেল। সবচেয়ে প্রথম গান
শোনা বন্ধ হল, ইদমজি তো দূরের কথা বাড়া গানও শোনা যাবে না। পানি-বাজনা নাকি
শরৎকের জন্য। তারপর বন্ধ হল টেলিভিশন। কেউ যদি টেলিভিশন দেখে তাহলে নাকি
হারিয়া দেখাতেন তার জায়গায় হবে না। তারপর বন্ধ হল গজন্য বই পড়া, বইয়ের
নামগুলো। দেখেই নানার চেষ্টা উন্টে যাবার অবস্থা। এই সব বই পড়লে তারা নাকি
গুরুপুষ্প উজ্জ্বল যোগে। আধুনিক না প্রতিদিন সমস্যা নানা একটা কথার নিয়ে তাদের
আরিতে পড়াতে সেতে করতে। ব্রুটি আর সাগরকে দুরে করে “ধারক জবাব আ
নু জবাব না কাফ মিম পেন কৃত্তু আ-না-কুম” পড়া শুরু করতে হল। একটা জুড় হলেই
ঠান করতে মাথার মাথায় কুলার দিয়ে একটা বাড়ি। এটাও হয়েছে সত্য বড় যেত,
কিছু একদিন থাকে টেবিলে অত্যন্ত কুটিলিত ভঙ্গিতে থেতে থেতে নানা ঘোষণা করলেন,
ব্রুটি আর সাগরের নাম ঠিক না নাই।

আমায় তবে তোমায় বললেন, ঠিক হয় নাই?
ল। হিসুয়ারি নাম।

আমায় গান যোগার নিয়ে করলেন, হিসুয়ারি তো না এড়ালো হচ্ছে বাড়া। নাম।
নান বীত্বক একটা ডাক্তার নিয়ে করলেন, এক বাফ। এই নাম ঠিক করতে হবে।
ব্রুটি আর সাগর কিছু বলল না, আমায় শয়ক চেষ্টা করলেন, কীভাবে ঠিক করেন?
নূরন নাম দিতে হবে।

এই আর কোনো কথা বলল না। কিছু সবে হোয়ার আগেই ব্রুটি আর সাগরের নূরন
নাম দেয়া হল যথাকথে গুলাবন আর বিড়। নাম অনে বৃটির প্রথমে মনে হল সে হল
থেকে বাড়িয়ে পড়তে, তারপর মনে হল নানার টুকটি চেষ্টা পরর, কিছু সে কিছুই করল
না। রাতে যখন যুক্তর যন্ত্র নিজের বলে হাজির হল থেকেন গলায় ঘোষণা করল, এই
বাসায় হয় নানা থাকবে না হয় আমি থাকব।

সাগর তোমায় ভোর বলল, কী করবে আপু?
এক সংখ্যার মাঝে নানাকে এখান থেকে বিদায় করব। যদি না পারি—
সাগর চেষ্টা বড় বড় করে বলল, যদি না পারি তাহলে কী?
তাহলে আমার নাম গাঁথে ফেলব।
কী নাম হবে?
ব্রুটি এক সেকেন্দ্র চিঠি করে বলল, গুলাব।

ব্রুটি সেখান থেকেই কাজ শুরু করতে দিল। নানাকে যদি এই বাড়ি থেকে দূর করতে
হয় তাহলে এখানে তার জীবন অতিষ্ঠ করে দিতে হবে। একজন মানুষের জীবন অতিষ্ঠ
করার এক শ একটা উপায় রয়েছে। কিন্তু মূলতঃ হলে কিছু একটা করে নেই নানা বুঝে কেলেগে বাজাত যে করে। তবে বিগত শ করে বলে হয় আবার বেঁধে থাকে। কে আনে নানা তখন হয়তো তাকে একটা কাটিয়ে দিয়ে দেয়ার কথা বসতে থাকবে—

কথাটা চিত্র করেই বুঝি সরার শীর্ষে উঠত। নানার জীবন অতিক্রম করে থাকে এবং নানা বেন বুঝতে না পারেন নেট কে করছে। নানার কাছে মনে হবে ব্যাপারটা এমনিতেই হচ্ছে কিন্তু—

ঠাঁট বুঝিয়ে হলি কুটে উঠে। নানার কাছে মনে হবে ব্যাপারটা করছে তুঁতে।

নানা রচনে কুসংঘরের বিধো। তার ধরণে পূর্ববীতে তৃত্রদন্ত জিন পরী কিন্তু করেছে, নেয়ারেশ পড়ে কোনেতার মানুষের সেখানে বেঁচে আছে। একটু উনিশ–শিশ হলেই কিছু একটা ঘটে যাবে তবে জিন বুঝতে মানুষের ঘটে দেখে দৃষ্ট। যুগের অগ্রে নানা

দেয়ারেশ পড়ে বুঝে হীন দেন, হাতেরাজি দেন। সেগুলি থাকে না, তারপর বিকট হবে একবার জিনের দেন। তার দায়িত্ব, সেই চিত্তের হতভাগ থেকে দেখার যার তড়িত কোনো তৃত্রদন্ত আসে না। একজন মানুষ যদি তৃত্রদন্তকে এত পরিবারে বিগত করে তাকে তৃতের থেকে দেখার কথিন হবার কথা নয়। নানার কীভাবে তৃতের থেকে দেখার। যত

তার নানা ধরনের পরিবারের বৃহদ মাঝামাঝি রেখে থাকে। বিচারান্তর ঘটে যে তার দেখে বহমান আসতে চায় না।

পরিবার ভোরে নানার ঘরটা ভালো করে পরিক্রমা করে বুঝে একটা চিনিয়া আবার করে।

নির্দেশী যের মাঝেই বৃহদ চিত্রের অন্য ধরণের পানি বের করার জন্য একটা পুনরায় বাঢ়ে। নানার ঘরের মূটেটারে একটা নল লাগিয়ে দেব নলের আরেক মাঝে যদি তারা তাদের নিজেদের ঘর নিয়ে আসতে পারে তাহলে তারা সারা রাত একটু পর পর নানাকে ধিকনু রকম চৌকি আওঘাস পেলানো পারবে। বেরচুড়ু তারা নিজেদের ঘরে ঘুরিয়ে থাকবে কিছুতেই তাদের সংসার করবে না। বুঝি বিগত দেখলে তার দীর্ঘ নলটাকে টনে নিজেদের ঘর নিয়ে আসবে। ভোর কোনোদিন জানতেও পারবে না কেননা

করে ব্যাপার ঘটেছে।

পরিবারের কেকবার ভালো করে যাচাই করে বৃহদ কীভাবে ভালো হল। মাকে বলে তার ভূম শাদারের বসায় যাচায়। বাসায় কাহারই একটা লোহাতলো স্বপ্নগুলির দোকান আছে।

কেত দেখে ফেলে বলে রুকু দেখায় না। কিছু করে রেখে তার পায়ের দুই একটা দেখায় ত্রিয়া দেওয়া দশ দশ দিন প্রাণিতের বন কিন্তু, অনেক সুপার সুন্দর রং ছিল; কিন্তু বৃহে কিন্তু কিন্তু রাতি মায়াকটে মান সেন্ট, যেন দেখারের সাথে মিশে থাকে। নলটা কিয়ে দিয়ে অনেকটা টাকা বের হয়ে গেল। বইমালায় কই কিনে বেলে টাকাগুলো বাঁচিয়ে রাখিলায়।

টাকাগুলো হয়ে দিয়ে ত্রিয়া তার রুকুকে ভেঙে যাচায়। কিন্তু কুঁচ করে যাচায়।

বাসায় বাসায় আসতে আসতে সারা হয়ে গেল, প্রাণিকের নলটা আছে তার লাগাতে পারবে বলে মনে হচ্ছি না। কিন্তু রাখিলে একটা সুমায় এসে গেল। বৃহে আর সাগরের এক দুরপথের মাসি–শাদারের এসে।

নিচে সেই বলে নিচে বাইরের ঘরে বলে কথা

করে অনন্য বৃহক্কে পাহারা বেঁধে বের হয়ে গেল। নলের এক মাথা নানার ঘরের ফুটো দিয়ে দুকিয়ে দিয়ে অন্ত মাথা টনে আকার নিজেদের ঘরে। বইমালার সেলভার পিছনে দিয়ে খাটের পাশে দিয়ে একবারে বিচারান্তর। সাগরের প্রাণিকের নলে সুখ আশীর্বাদে

সমাপ্ত
একটি শব্দ করতে বলে বৃটি নানার ঘরে গিয়ে হাজির হল—মনে হল নানার খাটের নিচে বলে সাগর শব্দ করছে।

রাতে নানার সব মধ্যে বেড়াতে জুটি আর সাগর লোটামুটি বাসিন্দামুখে সহা করল। পোকেরদের দাত বাসতে তারা সময়ের নিজেদের ঘরে বিছানায় ঘরে গড়ন। অনুসারিত হলে কিছুদিনের মাঝেই সাগর যুথিয়ে এসেকারে কানা হয়ে যেত, আজ সে চেনে রইল।

রাত গতির যায়ের পর যখন সবাই ঘরে গড়ন তখন বৃটি দিয়ে মুখ লাগিয়ে পথমে নানার কান্নার মতো একটা শব্দ করল। ঘুর জোড়া নয় ঘুর আজকের নয়। নানা বুদি যুথিয়ে পড়ে থাকেন তখনে বেন চোখ ওঠেন লেখার। শব্দ তথন কিছুই হল বলে মনে হল না।

তখন বৃটি কোচের নানা কান্নার শব্দটি করল, আজের থেকে জোড়া এবং হঠাত তারা অল্প পাশের ঘরে নানা যেমন করে উঠে বলেছেন এবং তখন পাওয়া গেলে বলেছেন, কে? কে?

বৃটি আর সাগর হলি চেপে যেই রইল। নানা বিছানা থেকে উঠেছেন এবং লাইট করলেন। শব্দ তখন মনে হল বিছানায় নিচে উঠি মারছেন। সেখানে কিছু না পেয়ে মনে হয়ে আর বিছানায় গিয়ে বেলেছেন। নানা কান্না যুথিয়ে বৃটি নানার ঘরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। মনে হল নানা করিংবিড় করে দোকানগুলো গুলেছেন।

বৃটি আবার নলে মুখ লাগিয়ে শব্দ করল। এবার নানা কান্নার শব্দ নয়, কুঁড় কোনো কান্নার গলায় শব্দ--কেউ বেন ঘুর রচনে গিয়েছে লেখার। সাথে নানা বিছানায় মারছেন কাজ হল। নানা লাগিয়ে বিছানা থেকে নামলেন। তারপর দেখতে ঘুরে যায় দুটি করে তাদের ঘরে ঘুরে এলেন। বৃটি আর সাগর বালিশের ঘরে বেনে করে পলায়নের মাঝে ঘুরে সাগরের অঞ্চলে হয়ে থাকার ভাব করল। বৃটি অনুসারে গ্রামের নানা তার বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখল।

হঠাৎ করে যদি নানার থেকে পড়ে যায় মনে হয় হায় কেলেেকারি হয়ে যাবে।

নানা দরজায় দাড়িয়ে কান্না গলায় ডাকলেন, এ এ বন্দ।

বৃটি হলি চেপে ঘুরে রইল। নানা আবার ডাকলেন, এ এ বন্দ।

নুজলের কেউ কিছু বলেন না। নানা তখন ডাকলেন, বিজ্ঞান।

বৃটি তখন ঘুম থেকে ওঠার ভাত করে বলল, কে?

আমি। এস নানা।

কি হয়েছে নানা?

লাইটটা একটু ঝালাবি?

বৃটি উঠে লাইট ঝালতে এবং ঘুম অবক হবার ভাত করে বলল, কি হয়েছে?

মানা কি কোনো শব্দ শুনছিল?

কিসের শব্দ?

এই সানে ইয়ে, মানা কেউ কাঁদেছে—

বৃটি ঝাল কোনার ভাত করে বিছানায় গিয়ে ঘুম বলল, বিজ্ঞান চিড়িয়া হল।

নানা আবার কান্নায় ডাকলেন থেকে বক্তি নিয়ে দিয়ে আবার ভাত তোর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। বৃটি মানুষের অগেক্ষে করে আবার বলতে মুখ লাগিয়ে ফিলফিল করে কথা কহতে লাগল এবং নানা থেকে শোনা চিড়িকার করে দেয়ারদিক পড়তে পড়তে লাগিয়ে ঘরের বাইরে এসে বলেছেন।

খুব ভোর ঘুম থেকে উঠে বৃটি আবিভাবিক করল নানা বাড়ির একটা চেঙ্গের শুটসুটি।
নেলে দৃষ্টির আহ্বান। রাতে তার নিজের ঘর ঘুমানোর চাহন হয় নি। বৃষ্টি নাভরানে আনালা খুলে তার গুঁড়িরকে নলটি টেনে এনে গুঁড়িরকে ফেলে বিহারের নিচে লুকিয়ে ফেলেন। দৌড়ে দোলে সেটা দেখে দোলে খুব বিপদ হয়ে যায়ে।

নানা সরারিডি খুব মনসরা হয়ে রাহোন। রাতে তার ঘর পেয়েছেন। সকলে সেটা ফাটিকে বসতে তার ঠাণ্ডা হয়। আঁকলার হ্রদিতে বেড়েছে মরিং শিখেলু করার দেখে করলেন এই বাসায় কখনো ভূতের উপরে হয়েছে কি না। মা হেসেই তার কথা উড়িয়ে দিলেন।

সদিন বিকেলেরা আলাদা কাহার করে বৃষ্টিএ এল। বৃষ্টি তেলেছিল তার নলটা আবার লাগাতে কিন্তু বৈচিত্র থেকে তার সাহস পেল না। একটি আরো তিনতে তার কেনে অপর্যাপ্ত নেই কিন্তু কেন কিজে সেটা ব্যাখ্যা করতে পারি মাত্র বিপদ হয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির দিনে ভয়ে দেখানোতে একটা অন্যর করে মজা রয়েছে। কিন্তু নলটা লগনো হয় নি বলে এখন আর কিছু করার নেই।

নানা অবশ্য আজ কাজ সকল করল ঠাণ্ডা পড়েছেন। বৃষ্টি দেখে দেখে এসেছে মুখু এবং অতপ্রতিক বিচিত্র হয়ে তার নাক ভাঙ্গে। আনালাঙ্গুলো সব বন্ধ করা হয় নি এবং তিনতে একটি একটি বৃষ্টি হতে আসতে--সেটা দেখে ঠাণ্ডা করে বৃষ্টির মাঝার একটি বুড়ি দেল পেল। পেল মারাত্মক একটা বন্ধকের টুকরা দিয়ে এখন নানার মশালের উপরে রেখে দিন। কিছুকেনেই সেটা গলতে পড়ে করে টপ টপ করে মুখের ওপার পানি পড়তে করে রাখে।

বৃষ্টি নিজের দরে বসে জলতে পেল ঠাণ্ডা করে নানার নাক ভাঙ্গে যেখানে এবং তিনিও অতপ্রতিক বিপদ হয়ে পালিয়েছিলেন করেন। বৃষ্টি অতপ্রতিক আনালা বন্ধ করার শব্দ থেকে পেল এবং যুক্ততে পারল পালিয়েছিলেন করেন নানা আবার বিচিত্র গুলটে ঠাণ্ডা পড়েছেন। বৃষ্টি কানে পেল একটি কিছুকেনেই নানা আবার বিচিত্র থেকে উঠেছেন এবং গুলো পাখনো নলটে সরারিডি দেখেছেন।

পড়তে দশ থেকে দেখে মিঠ নানা তার বিচিত্র টানারনা বলতেন এবং একগুলো আঁখি উঠে এলে বিচিত্র করলেন, কী হয়েছে বাবা?

নানা খুব বিমল হয়ে বললেন, তাদের বাড়ির ছাদে ফুটে বৃষ্টির পানি পড়তে হয়েছে বলে।

আমার আর হবে বললেন, কী করলেন আপনি হয়ে কেন মুখু হবে। নতুন বিচিত্র--

নানা মুখ বিচিত্র বললেন, নতুন বিচিত্র শোষাঞ্জী আমাকে? এই দেখ বাবলি বিচিত্র কী হয়েছে।

আমি ভেজা বাবলি দেখে খুব অজ্ঞাত হলেন। ততক্ষণে আমার উঠে আসেছেন। হাদ অাও করে পরিচালনা করা হয়। কোথায় কোনো ফটক বা পানির চিফ নেই। বরফটা এতক্ষণে গায়ে দেখে যেতে তাই পানি আর পড়েছে না। আমার বলনেন, বাইরে তা এখনো বৃষ্টি পড়ছে। আমারা তো কোনো পানি দেখছিল না——

নানা আবার মুখ বিচিত্রে কিছু একটা বলতে পিয়ে ঠাণ্ডা যথাসাধ্য হয়ে গেলেন।

ততক্ষণে আমার কাজ ফুললেন। অর্নাণায় আমার হয়েছে।
কল রাতের তারা বিমুখই এসেছে। শেষ করে গেছে।
শেষার্ধের তারা দোষী ছিল কর্ম কেন করে গেছে?
নানা বিভুবিড় করে দোয়া পড়তে পড়তে টি টি করে বললেন, রাতে এদের নাম নেয়া থিক না! এই বাড়িটার কিছু একটা দোষ আছে।
আমি এবং আমার নারীর কথা পুরুষপুরি উড়িয়ে দিয়ে বললেন, নির্দেশই ভুল করে পানি ঝেতে গিয়ে পানি ফেলেছেন—
নানা প্রতিবাদ করতে গিয়ে করলেন না। এককে মুখে একটা চেয়ে শক্ত হয়ে বসে রইলেন।

পরদিন বৃষ্টি লোহ থেকে ফিরে এক মুখে একটা বলমাতে ছাড়া নিয়ে। সাগরকে ঘরে ডেকে নিয়ে বলল, রাতে মজা দেখবি।
কী মজা আলোড়ি?
বৃষ্টি লোহ থেকে একটা ঘুঘু বোতল বের করে বলল, এই দ্যাখ।
এটা কী?
এর নাম এমোনিয়াম হাইড্রোক্লাইড। গন্ধ ছিলে মধ্যো ফেটে যায়! রাতে নানার ঘরে একটা ভেড়া দেব।
কেমন করে দেবে?
সময় হলেই দেখবি!
একে সাগরও একগালে হেসে ফেলল বুঝিতে।
ঠিক সেদেবোলা বৃষ্টি আবার প্রাথমিকের নলটা লাগিয়ে নিল। রাজিবেলা সবাই বলল অনেক বললেন যখন তখন বৃষ্টি নলটাই লম্বা হয়েছে থেকে এমোনিয়াম হাইড্রোক্লাইডটা চেলে দেবে। গড়িয়ে পড়িয়ে সেটা নানার ঘরে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে বলে যে আগে থেকে প্রশ্রুত হয়ে আছে। বড় একটা বুঝি মুখিয়ে নলটার মাঝে লাগিয়ে দেব। কুলুনের বাতাস তখন ঢেলে ঢেলে বাঁধালো গলায় এমোনিয়াম হাইড্রোক্লাইড নানার ঘরে পড়ার পড়ার কথার যা থাকে।
কিছু বর্ষার মুখেই পানা ডুবিয়ে দেব সেখে লম্বিয়ে ওঠেন এবং শন ভেনই বৃষ্টিটা তার বিপদনাটি নিয়ে পড়ার এক বাতাস থাকে।
নানা হাতির হলো কিছুক্ষণের মাঝে। কুলুন গলায় ডাকলেন, ৫-৫-৭ সমান।
বৃষ্টি কোনো শব্দ করল না। নানা তখন ডাকল, বিটিটি—
বৃষ্টি মুখ থেকে ওঠার তান করতে বলল, কী হয়েছে নানা?
তো-তোর মাঝে একটু ডেকে আনবি?
যেন নানা?
আ-আ-আরাম ঘরে গুঁড়ো পেশারের পথ।
পেশারের পথ? কে পেশার করেছে?
খানি না—তোর মাঝে ডাক দেবি—
বৃষ্টি আমাকে আর আমাকে ডেকে আলেন। তারা নানার ঘরে এসেই নাক কেঁচকে ঢাকালেন। নানা ঘরে ভয়ে এমোনিয়ার একটা ঝাঁকালো গন্ধ। বারা গন্ধটা ঢেলে না তাদের কাছে পেশারের গন্ধ মনে হয়ো বিচিত্র কিছু নয়। আমি চিন্তিত মুখে নানার দিকে
তাকানন। কললন, আপনার হাতের ঢিক আছে তো?

না। ঢাকে যাবিয়ে কললন, কী করে বলুন?

আমার ইচ্ছা যে বললেন, সত্যই এই ঘরে পেশারের গন্ন। আপনি ছাড়া তো অার কেউ থাকে না এই ঘরে। কাজেই বলিলাম—

কী বলাছি?

না, যাচ্ছে, আশায় বললেন যে ঘরে যাও তখন নিজের পরিবের ঘরে কঠিন থাকে না। অনেক সময় বড়র কাজে—

না। যাচ্ছি কাজে আমি দিয়ে তাকিয়ে রইলে। আমার বললেন, কাজ আমার একজন পেশারিয়ের কাজে নিয়ে যাব—

না, সময়ে মূখে বললেন, চিকিৎসা আমার লাগবে না। চিকিৎসা লাগবে এই ঘরের। এই ঘরে যাও আচ্ছে। আমি হয়ে—

আমার কিছু বললেন না। হাট বাছারা অন্তঃকরণ কথা বললে বড়র। সেকারে মাথা নাড়ে সেকারে মাথা নাড়লে।

না। যাচ্ছি থাক। বাড়ি তুলিয়ে যেন রইলে।

পরিল নাযা বেলায়ন হল কুক তিকেক। সকালে এমনি এমনি বাসরকে খুব ধারা দলে গলিয়ে গলিয়ে কনলেন। দৃষ্টি দেখায় যার সাজাছ ধারা হতে নালাল এবং আজকালকার মেজার নেন তার কর বেলায় এবং বেহায়া সেটা নিয়ে বিশাল একটা বেলায় দিলেন। দুজার দিকে কোনো কারণ হাছাই কাজ্য ছেলেটা কাজ ধরে এই কোর একটা চড় যারোণ যে তার নাক দিয়ে রক কের হয়ে এল। সেটা দেখা আমার একটু রোগ গিয়ে যালেন, বাঢ়া, আমার এই বাসরক কাজে গায়ে হাত তুলে না।

না। তখন তীক্ষণ নোপায় নোপায় বললেন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—আমাকে শেখান্ত কাজ সাথে কী করতে হবে? হাট বাছাকে আমাকে যে অমি জুটো দিয়ে পিচিয়ে তাদের পিঞ্চ চাড়া তুলে কেলী নি সেটা তাদের বাপের ভাগ্য—

না। যে এ কর অন্তর্ভাষ তথ্য গলিয়ে গলিয়ে নিয়ে যেন না তুলে বিশাল হতে চায় না। বৃটি নিজের ঘরে এলে সাপ্তরক বলে, আম সখা করা যায় না।

কী করবে আপু?

ফাইনল তার দেখবে আজকে।

কীভাবে?

দুটো মুখেশ কিনে এসিয়াছ। মুখে লাগিয়ে যাব মাঝারে।

সাত্বিক?

হা, হুই থাকবি এক জানালায়। আমি এক জানালায়। তারপর যেই আমাদের দিকে তাকানন হতো নেতৃ একবার শখ করব, বারাটা বেঝে যাবে।

বাদ হরা পড়ে বাই?

ফরা পড়লে পড়ব। আর কিছু করার নেই। এই মানুষকে আম সহায় করা যাবে না।

মাঝারে যখন সবাই মুখের পড়েছে তখন বৃটি আম সাপ্ত মুখে দুটো মুখে পড়ে আছে। বাসর সামনে ফেরিওয়ালার কাজ থেকে কিছু ফেরিয়েছে। বিদের বেলা সেটাকে এমন কিছু
বাহারামির মনে হয় নি। কিছু রাতিশেষে নেটকে তল্লকর দেখাতে থাকে—একক্ষণ আরেকক্ষণে দেখে তব পেরে যায় ও নায় হাতায় বৃষ্টিকে দেখে নিজের আশ্চর্যেই একটা ছোট ছিয়ার দিয়ে ফেলে। সাথে সাথে পাশের বর থেকে নানার গলা উঠিয়ে বললেন, কি হয়েছে?

বৃষ্টি আর সাগর একেবারে সিংহে গেল। কী করে বৃষ্টিতে না পেরে দুজনে যায় দৌড়ে দিয়ে নিজের বিহারায় গিয়ে তুলল। এখন ধরা পড়ে গেলে একেবারে তর্ককর বিদ্বস্ত হয়ে যাবে।

নানা পাশের বর থেকে আবার করলেন, কি হল?

বৃষ্টি আর সাগর কিছু বলল না। জন্মতে গেল নানা তাদের ঘরের দিকে ছুটে আসছেন।

বৃষ্টি মুখের ঢুল খুলে নিয়ে চোখের করল, কিন্তু ততক্ষণে দেখে হয়ে গেছে। সে মুখ দেখে বিহারায় গিয়ে গল্প করল।

নানা এতক্ষণে ঘর ছুটে পড়লেন। ঘরের পাইত কোথায় থাকে এতদিনে কেনে গেছেন। এতে কুতু দিয়ে লাইটটা ঝলমলেন এবং সাথে সাথে একেবারে জমে গেলেন।

সাগর মুখের নিজে করে বৃষ্টিতে না পেরে লেটা মুখে রাগিতেই বিহারায় রোদাহে বলে আছে। তাকে দেখাচ্ছে একটা সাংক্রান্ত শক্তিয়ের বাচ্চার মা। নানা হাতে বিকট চিনার করে বৃষ্টির বিহারায় দিকে ছুটে এলেন। তবে অন্ততঃ কী করবেন বৃষ্টিতে না পেরে বৃষ্টিকে অক্ষরে ধরে সামায় দেই তারায় চিনার করে উঠলেন।

বৃষ্টি যে আর দিকে তাকাল, তখন তার মুখে লাগালো রয়েছে বীজক একটা মুখে। হিসেব বৃষ্টি একজনা দেখে নিচে খাঁচা নাক এবং অসুস্থ হঠাৎ রঙের মুখ। বীজক একটি লাগ শোলুগ মুখের দুখানে বের হয়ে আছে।

নানা এবারে রক্ত শীতল করা একটা চিনার করে বৃষ্টিকে ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। দরজার কোচনা তার পা বেঁধে গেল এবং তিনি হয়তো থেকে পড়লেন এবং হাঁটে করে তার সাড়াশব্দ বয়স্ক হয়ে গেল।

বৃষ্টি আর সাগর ধরে নিয়েছিল পুরো ব্যাপারটির কারণে তাদের কপালে রক্ত ধরনের দুঃখ রয়েছে। কিন্তু দেখো গল্প ঘটনাটা একেবারে অন্যভাবে মেজে নিল। নানা আন ফিরে পাগল থেকে একটা লাগল নানা তাদের কপালে ফেলেলেন এবং তিনি নিজের মেজে দেখে দেখেছেন তাদের চেহারা পাকে পজার মাতৃ হয়ে গেছে। ডাকাতর বিশ্বাস দাতরে তাদের কথা বিশ্বাস করল না। তাদের ধারণা হল কিন্তু চিনার করে বাজ করেছে না বলে শরীরে ইতিহাস জমা হয়ে তার মন্দিক বিভ্রান্তি হচ্ছে।

তাকে করেকরিদিন বাইঠাই, যেমন বাইঠাই হল। তারপর তাকে আবার যায়সাদ আনার কথা ছিল, কিন্তু নানা বাজ হলেন না। নিজের বাজ ফিরে গেলেন।

বৃষ্টি আর সাগরকে কিছু দিনের কথন থেকে তাদের যুক্ত করার জন্য নানা তার শীর্ষের আঙ্গ থেকে একজনের হাঁকিতে দিয়েছিল। বিশ্বাস তার দেখে মনে হয় হর ছোটবাটা একটা দৃষ্টি।বৃষ্টি একটিটি খুলে দেখেছিল। নানা যদি আবারে কোনোটার একজন গলায় বৃষ্টিয়ের তার সাহেব হুটাহুটি করতে হবে। তাপের ওই চিনার দিয়েই তাকে দাঁড়ান একটা ভয় দেখানো যাবে। বৃষ্টি এখন থেকেই তার বুঝতের চিনার করতে চুক্ত করেছে।